36850 - তাওয়াফ বা সাঈতে থাকা অবস্থায় নামাযরে ইকামত হয়ে গলেে

প্রশ্ন

আমি তাওয়াফে বা সাঈতে থাকা অবস্থায় নামাযরে ইকামত হয়ে গলেে আমি কী করব? আমি কি তাওয়াফ শষে করব; নাকি নামায পড়ব? এরপর পুনরায় তাওয়াফ করব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

তাওয়াফ বা সাঈকালে নামাযরে ইকামত হয়ে গলেে আপনি তাওয়াফ ছড়েে দয়িে ইমামরে সাথে নামায আদায় করবনে। এরপর আপনার তাওয়াফরে যতটুকু বাকী আছে ততটুকু পরপিূর্ণ করবনে। আপনাকে শুরু থকেে পুনরায় তাওয়াফ করতে হবে না। এমনকি নামাযরে কারণে যে চক্করটি স্থগতি করছেনে সটোকওে পুনরায় আদায় করতে হবে না।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলনে:

যদি কোন প্রয়োজনে তাওয়াফ স্থগতি কর; যমেন কোন ব্যক্তি তনি চক্কর তাওয়াফ করার পর নামাযরে ইকামত হয়ে গলে তাহলে তনিি নামায আদায় করবনে। এরপর ফরিে এসে তনিি যখোনে ছলিনে সইে স্থান থকেে তাওয়াফ করবনে; তাকে হাজারে আসওয়াদে ফরেত যতেে হবে না। বরং তনিি তার স্থান থকেে শুরু করবনে এবং তাওয়াফ পরপিূর্ণ করবনে। তবে কছিু আলমে এর বপিরীত বলছেনে য, হাজারে আসওয়াদ থকেে শুরু করতে হব। সঠকি অভমিত হলো হাজারে আসওয়াদ থকেে শুরু করা আবশ্যক নয়; যমেনটি বলছেনে একদল আলমেে দ্বীন।

অনুরূপভাবে যদি জানাযার নামায পড়ার জন্য কোন লাশ আনা হয় কংিবা কোন ব্যক্তি যদি কথা বলার জন্য তাকে থাময়িে দয়ে কংিবা ভীড় ঘটে কংিবা অন্য এমন যে কোন কছিু ঘট। সক্ষেত্রে সে ব্যক্তি তার অবশষ্টি তাওয়াফ পরপিূর্ণ করবনে। এতে কোন অসুবধিা নইে।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ বনি বায (১৭/২১৬)]

শাইখ বনি বায আরও বলনে:

যদি কউে তাওয়াফে বা সাঈতে থাকা অবস্থায় নামাযরে ইকামত হয়ে যায় তাহলে সে ব্যক্তি সবার সাথে নামায পড়বনে; এরপর

তাওয়াফ ও সাঈ যে পর্যন্ত শেষ করেছেন তার পর থেকে পরিপূর্ণ করবেন।[সমাপ্ত][ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা (২/২৫০)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

যদি কোন ব্যক্তি উমরার তাওয়াফ বা হজ্জের তাওয়াফ বা নফল তাওয়াফে থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামত হয়ে যায় তাহলে সে ব্যক্তি তাওয়াফ ছেড়ে দিয়ে নামায পড়বেন। এরপর ফিরে এসে অবশিষ্ট তাওয়াফ পরিপূর্ণ করবেন; নতুনভাবে শুরু করবেন না। আগে যে স্থান পর্যন্ত শেষ করেছেন সেখান তাওয়াফ পরিপূর্ণ করবেন। সংশ্লিষ্ট চক্করটি পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই। কেননা পূর্বের কৃত আমলটি সঠিক ভিত্তির উপর এবং শরিয়তের অনুমতিক্রমে আদায় হয়েছে। অতএব শরিয়তের দলিল ছাড়া সেটি বাতিল হতে পারে না।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম (পৃষ্ঠা-৫৩৯)]